নরনারীর সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, মিলন-বিচ্ছেদ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি। ছোটো গল্প এবং গীতিকাব্য ছিল এযুগের অন্যতম সৃষ্টি। এযুগের সাহিত্যচর্চার classic শৈলী, আঙ্গিক ও নন্দনতত্ত্ব, সৌন্দর্যবোধ এই সাহিত্যে নব কলেবর ধারণ করেছিল এবং নতুন চিন্তাভাবনার বাহনরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের তুলনায় রেনেসাঁস সাহিত্য ছিল কঠোর ও নির্মম বাস্তববাদী।

৪। ইতালিতে রেনেসাঁস প্রথম শুরু হয়েছিল কেন?

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ইতালিতেই নবজাগরণের এত মুক্ত বিকাশ কেন হয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তরে নানা কারণ দেখানো যায়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আলোচ্য পর্বে (প্রধানত চতুর্দশ শতকে) পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দেশে তখনও সামন্ততন্ত্র কিছুটা বিপন্ন হলেও অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল ইতালি। সেখানে মধ্যযুগেই বাণিজ্য বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। এর ফল হিসাবে ইতালিতে নগরায়ণ (urbanization) দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। বাণিজ্য ও নগরায়ণের ব্যাপক বিস্তার নবজাগরণের সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের উন্মেষে সহায়ক হয়েছিল। ইতালীয় নগরবাসী নব্য মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ী শ্রেণি নব্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, শুধু বাণিজ্য নয়, ইতালীয় নগর ও বন্দরগুলির শক্তি ও সমৃদ্ধির মূলে একাদশ শতকে ক্রুসেডের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। ক্রুসেড শুরু হলে এগুলিকে সমরাস্ত্র, জাহাজ, রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত ও প্রেরণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। উত্তর ইউরোপ ও জেরুজালেমের মধ্যবর্তী ঘাঁটি হিসাবে এগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল। ভেনিস, মিলান, পিসা, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স ও অন্যান্য ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রগুলি প্রধানত এই কারণেই শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। এদের হাতে পুঞ্জীভূত সম্পদ নগরকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের স্ফুরণে সহায়ক হয়েছিল।

তৃতীয়ত, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইতালীয় রেনেসাঁস ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। হোম্‌সের ভাষায় "The Renaissance...was a product of the life of the Italian cities." সেই যুগের ইতালীয় নাগরিক সংস্কৃতির চিত্র ইউরোপের অন্যান্য নগরের চেয়ে মৌলিক ও গুণগতভাবে পৃথক ছিল। ফ্লোরেন্স, ভেনিস বা পাদুয়ার মতো শহরে লেখক ও শিল্পীরা সাধারণত বেকার বসে থাকতেন না। সেখানে এদের কাজকর্মের বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব হত না। এদের পাশাপাশি রোমের পোপ, নেপলস্-এর রাজা, মিলানের বা মান্তুয়ার গণজাগারের দরবারগুলি ছিল ভিস্‌কন্তিয়া শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার অন্যতম কেন্দ্র। ব্যাবসাবাণিজ্যের বিস্তার এবং আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রগুলি সামন্ততন্ত্রের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল। নগরবাসীর নতুন রুচি, পছন্দ ও চাহিদা মেটাতে বাজারে এসেছিল নতুন নতুন পণ্য ও শিল্পসামগ্রী। আর এসেছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন জীবনযাত্রা। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রোমে আগত এক পর্যটক বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই ঐতিহাসিক নগরের দিকে তাকিয়ে লিখেছিলেন..."জায়গাটা চিনতে পারছি না, সবই নতুন লাগছে। বাড়িঘর, রাস্তা, নর্দমা, চৌকোণ স্তম্ভ আরও বহু আশ্চর্য সামগ্রী...।" এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আলোচ্য পর্বে ইতালিতে নেপল্‌সের উত্তরে নগরায়ণ ও নব্য সংস্কৃতির প্রসার আরও ব্যাপক হয়েছিল। তুলনামূলক বিচারে ইতালির দক্ষিণাঞ্চল ছিল সাংস্কৃতিক ও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা পশ্চাদপদ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চতুর্থত, ইতালির নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকরা ছিল অত্যন্ত অধিকার সচেতন ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এদের আদর্শ ছিল প্রাচীন গ্রিসের Polis বা নগর-রাষ্ট্র। ত্রয়োদশ শতকেও অবশ্য এরা স্বাধীনতা অর্জন করেনি। কারণ সেই যুগে এরা ছিল জার্মান সম্রাট নিয়ন্ত্রিত। জার্মান সাম্রাজ্যে অবক্ষয় ও ভাঙন দেখা দিলে এরা কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগেই সিয়েনা, ফ্লোরেন্স ও পাদুয়ায় প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা হয়। ধীরে ধীরে এরা নিজস্ব আইন, আমলাতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করে। এখানে প্রচলিত হয় রোমান আইন, আমলাতন্ত্র ও প্রজাতান্ত্রিক ধ্যানধারণা। ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রগুলির নতুন প্রশাসন রেনেসাঁসকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। এখানে শুধু রেনেসাঁস নয়, রেনেসাঁস প্রসূত নাগরিক মানসিকতারও বিকাশ ঘটেছিল।

পঞ্চমত, ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফ্লোরেন্সের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক উজ্জ্বল। প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের আদর্শের যথার্থ বিকাশ ঘটেছিল ফ্লোরেন্সে। প্রাচ্যের সঙ্গে বিলাস দ্রব্যসামগ্রীর বাণিজ্যে ফ্লোরেন্স সর্বাধিক লাভবান হয়েছিল। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে এখানেই প্রসিদ্ধ মেডিচি পরিবারের উত্থান ঘটেছিল। Banker হিসাবে এরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। একাধিক পোপ ছিলেন ফ্লোরেন্সের বাসিন্দা। এই প্রসঙ্গে পোপ পঞ্চম মার্টিন, চতুর্থ ইউজেনিয়াস ও দশম লিও-র কথা বলা যায়। এদের সমর্থন ছিল ফ্লোরেন্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নবচেতনার বিস্তারের পিছনে। ১৪০২ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সের মানুষ সেখানকার অত্যাচারী ডিউককে পরাজিত ও বিতাড়িত করে সেখানে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর থেকে শুরু হয়েছিল ফ্লোরেন্সের এগিয়ে যাওয়ার পর্ব। অতপর, ফ্লোরেন্সকে যারা নব্য সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত করেছিলেন তাঁরা ছিলেন বত্তিচেল্লি, দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল্যাঞ্জেলো, রাফায়েল, ফিসিনো, পিকোদেল্লা, মিরানদোলা আর ম্যাকিয়াভেলি।

ষষ্ঠত, ইতালীয় রেনেসাঁসের বিকাশের মূলে সেখানকার নগর-রাষ্ট্রগুলিতে প্রচলিত প্রজাতান্ত্রিক প্রশাসন ও ধ্যানধারণার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রশাসন ও ধ্যানধারণা পুরোপুরি আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক ছিল এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আসলে ওই নগরগুলিতে স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে এক প্রকার অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ধারক ও বাহক ছিল নব্য বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণি। এতে সাধারণ মানুষের কার্যত কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে নতুন ইতালীয় প্রশাসন ছিল আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক এবং এতে শুধু বংশ কৌলীন্য নয়, দক্ষতার যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ভেনিস শহরের কথা বলা যায় যেখানে ছোটোখাটো কর্তাগোছের মানুষেরও প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হত। বিষয়টি লক্ষ করে পিয়েত্রো আরেতিনো লিখেছিলেন "...এটা আমাদের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যুগের কলঙ্ক যে কসাই আর দর্জিদের প্রতিকৃতি আঁকাও সে মেনে নিয়েছে।" লেখক হন হেল-এর ভাষায়, "The greatest change that came with the Renaissance was the increased number of simple customers..."। আলোচ্য পর্বে নতুন ইতালিতে ছবি আর ভাস্কর্য ছাড়া ব্যাপকভাবে কেনাবেচা হত পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, আসবাবপত্র, ঘর সাজাবার নানা উপকরণ—এককথায় একজন যথার্থ শৌখিন ও বিলাসী মানুষের জীবনকে আরও সুন্দর, রুচিসম্পন্ন ও আরামদায়ক করে তোলার উপযোগী সবকিছু। ফার্নান্দ ব্রদেল যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শিল্পসংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল রীতিমত বড়ো আকারের শিল্পোদ্যোগ।

সপ্তমত, এই যুগের ইতালিতে যে নতুন নাগরিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, তা নবজাগরণের বিকাশে সহায়তা করেছিল। আলোচ্য পর্বে অ্যারিস্টটলের আদর্শে শিল্পাদর্শ ও মানবতাবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিতে মানুষ ছিল Civic animal বা নাগরিক প্রাণী। এর ব্যঞ্জনা—মানুষকে অবশ্যই নাগরিক হতে হবে। শুধু নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধার জন্য নয়, নাগরিকত্ব আর সভ্যতা ছিল সমার্থক। শহরবাসী মানুষই রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং সভ্য। আর সবাই অসভ্য ও বর্বর।

অষ্টমত, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের পীঠস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ইতালিতে ভাব ও ধ্যানধারণার যে আদানপ্রদান ও সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল তা নব্য সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

নবমত, এই যুগের ইতালিতে রোম এবং অন্যান্য প্রাচীন জনপদগুলিতে রোমান সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগের পুরাকীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ ইতালীয় রেনেসাঁসের অন্যতম অনুপ্রেরণা। ধ্রুপদী সংস্কৃতির চর্চার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল শাশ্বত নগরী রোম এবং অন্যান্য বর্ধিষ্ণু নগরকেন্দ্রগুলির প্রত্নবস্তু চর্চা ও বিশ্লেষণ।

সবশেষে বলা যায় ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিদের বিধ্বংসী আক্রমণের ফলে মহান ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কন্‌স্টানটিনোপ্‌লের পতনের পর বহু বাইজানটাইন গ্রিক পণ্ডিত তাঁদের পুথিপত্র নিয়ে সংস্কৃতির পীঠস্থান ইতালিতেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রিক পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে ইতালিতে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এদের উপস্থিতি ধ্রুপদী বিদ্যাচর্চাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাইজানটাইন থেকে যাঁরা ইতালিতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ও বিশিষ্ট জ্ঞানতপস্বী ছিলেন কার্ডিনাল বেসারিয়ন। তিনিই প্রথম লাতিন পাঠকদের প্লেটোর 'বিপজ্জনক' দর্শন ও গ্রন্থাবলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্রাইসোলোরাস, আর্জাইরোগুলাস এবং লাসবারিস।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

উপরোক্ত কারণে ইতালি ছিল ইউরোপীয় মহাদেশে রেনেসাঁসের জন্মস্থান হিসাবে সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ। ইউরোপে ইতালিই প্রথম নতুন মনন, রেনেসাঁসের ভাবজগৎ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

৪.৬ রেনেসাঁসের সামাজিক ভিত্তি

ইতালীয় রেনেসাঁস বিকশিত হওয়ার মূলে ছিল একটি উদীয়মান মধ্যবিত্ত বা বণিক শ্রেণির উদার পৃষ্ঠপোষকতা। আলোচ্য পর্বে (প্রধানত উত্তর ইতালিতে) ব্যাবসাবাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার ও নগরায়ণের ফল ছিল একটি উৎসাহী, উদ্যমী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী শ্রেণির উত্থান। ইতিহাসবিদগণের একাংশ মনে করেন যে এরাই আগামীদিনের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner